## শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বানী

ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন বিধানের নাম। প্রত্যাদেশের চেতনায় ইহ ও পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ সাধনই মুসলিমদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আল কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের চর্চার পাশাপাশি আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম নিয়ে সাজানো হয়েছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষা কার্যক্রম। যুগের চাহিদা ও ইতিবাচক প্রয়োজন যথাযথ মেটানোর মাধ্যমে আধুনিক যাবতীয় জাহিলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ, যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক তৈরি করাই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়বিচারের আকাঙ্খা থেকে সম্প্রতি বাংলাদেশে অভূতপূর্ব এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ জাগরণে শিক্ষার্থীরা সীমাহীন ত্যাগ ও অপরিমেয় দুঃখকষ্ট বরণ করেছে। তাদের দ্বীনি চেতনা অব্যাহতভাবে ধরে রাখার একাডেমিক ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে করা গেলে অচিরেই বাংলাদেশ নৈতিকতার স্থানে শক্তিশালী ভিতের উপর দাঁড়াবে ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষার্থীরা সুন্দর ও শুভ এর প্রতীক। শিক্ষার্থীদের জন্মগত শুভ আকাঙ্খা, অপরিমেয় মেধা, সৃজনশীলতা এবং অফুরন্ত সামর্থ্য তাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে অভাবনীয় উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সমাজ জীবনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ, দয়ার্দ্র আচরণ, সৃজনশীল কার্যক্রম যা একটি দরদি ও বৈষম্যহীন সমাজ তৈরি করতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সেকারণে শ্রেণিকক্ষে এবং মাদ্রাসায় এমন কিছু কার্যক্রম এবং অনুশীলন প্রয়োজন যা তাদের হৃদয়কে উৎফুল্ল রাখে, কল্পনাকে উচ্চকিত করে, চিন্তাকে সুসংগঠিত করে, দৃষ্টিভঙ্গিকে সহযোগিতামূলক করে, মনোভাবকে ইতিবাচক করে, আচরণকে পরিশীলিত ও সহনশীল করে এবং ধর্মীয় চেতনা ও আল্লাহ ভীতির ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই কার্যক্রম ও অনুশীলন বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ তাকওয়া যাপিত জীবনে সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচকতা চর্চার অনুপ্রেরণা যোগায়।

কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন, ইসলামি সাহিত্য, সহজ-আনন্দদায়ক বই ও বিভিন্ন ইসলামিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে ও শারীরিক সুস্থতা আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রেণিশিক্ষকের সর্বোচ্চ সৃজনশীলতা এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তার প্রতিফলন কাম্য। আরবি ও ইংরেজি ভাষার দক্ষতা নিশ্চিতকরণে, দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের মৌলিক ইবাদাত প্রতিপালনে এবং আমল আখলাকের সৌন্দর্য চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্নায়নে আরও আন্তরিক হবেন। শ্রেণি কক্ষে বিভিন্ন ইসলামিক মৌলিক বইয়ের আরবি কপি নিয়ে যাবেন। শৈশব থেকে নাহ সরফের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। আরবি-ইংরেজি দেয়ালিকা প্রকাশ, বক্তব্য প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষার্থীদের মাঝে শিরক ও বিদ'আতের ব্যাপারে সচেতনা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

সামগ্রিকভাবে আমাদের সকল শিক্ষার্থীর কাছে আজ এই বার্তা উচ্চকিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে যে, শিক্ষার্থীদের কুরআনের সেই বাণী 'আমাদের জীবন, আমাদের মরণ এবং আমাদের সকল কর্মসাধনা কেবল মহান আল্লাহর জন্য' এই অনুভূতির জাগরণ ঘটিয়ে শুদ্ধাচারি একটি জাতি তৈরি করা। যারা জ্ঞানে দক্ষতায় বিচক্ষণতায় এবং ত্যাগে কুরআনিক বিম্বিত চেতনার পরিস্ফুটন ঘটাবে। আর দক্ষ ও যোগ্য নাগরিকই পারে জীবনের বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতার দেয়াল ভাঙতে। যোগ্য ও আল্লাহভীরু লোকই কেবল সর্বক্ষেত্রে নিজেকে অনিবার্য করে তুলতে পারে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিজস্ব স্বকীয়তা রক্ষায় ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধ একমাত্র ভরসার স্থল। ইসলামী জীবনাদর্শ পুরোপুরি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহর তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হবে। তাকওয়ার চেতনায় মানুষ পারলৌকিক ভাবনায় ইতিবাচকতার চর্চা অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশ হবে সুখী, সমৃদ্ধ ও আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র।

মহান আল্লাহ সকলকে ইসলামের ছায়াতলে আসার তাওফিক দান করুন-আমিন।

ফেব্রুয়ারি ২০২৫

প্রফেসর মিঞা মোঃ নূরুল হক
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড